গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর- ০৪.০০.০০০০.৫১২.০৬.০০৪.১৫-৫৩৪

তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ২৪ নভেম্বর ২০১৬

বিষয়: অক্টোবর ২০১৬ মাসের বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

সূত্র: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সমন্বয় শাখার স্মারক নম্বর-০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৩.০০২.২০১৬-৮৩৯ তারিখ: ৩১.১০.১৬

শিক্ষার প্রসারে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কিন্তু নিদারুন দারিদ্র ও পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার অভাবে কোন কোন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক অথবা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে/ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারছে না মর্মে মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রিন্ট/ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় খবর প্রকাশিত হয়। প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা পেলে এসব দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীর উচ্চশিক্ষা লাভের পথ সুগম হতে পারে। পরবর্তীতে এসব ধীশক্তিসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণ জাতিগঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন মর্মে প্রত্যাশা করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৫ নম্বর আইন) অনুযায়ী উল্লিখিত শ্রেণির শিক্ষার্থীগণের জন্য যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদেরকে অবহিত করা আবশ্যক। অধিকন্তু, মাঠ পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন। একই সঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন জনহিতকর কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকেন। এজন্য উল্লিখিত দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিভার বিকাশ এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন মর্মে আশা করা যাচ্ছে।

০২। উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল লাভকারী সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী অধিবাসী ও অতি দরিদ্র/ ভূমিহীন/ শারীরিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা লাভ অব্যাহত রাখার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৫ নম্বর আইন)/ গুরুতর দুর্ঘটনায় আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নীতিমালা, ২০১৫/ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা নীতিমালা, ২০১৫ অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় সকল সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল।

০৩। অধিকন্তু, অনুচ্ছেদ ০২-এ উল্লিখিত বিধান ছাড়াও এসব শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হল:

ক) সংশ্লিষ্ট মেধাবী শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে অতি দরিদ্র/ভূমিহীন/শারিরীক প্রতিবন্ধি কিনা তা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস/ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সমাজসেবা অফিস ইত্যাদি দপ্তর হতে যাচাই-বাছাইকরণ;

খ) শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী কিনা তা পরীক্ষাকরণ;

গ) শিক্ষার্থীর অধ্যয়নকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহপাঠী, বিদ্যোৎসাহী অভিভাবক, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এলাকার ধন্যাঢ্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি, প্রবাসী প্রমূখ ব্যক্তিগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;

ঘ) সাধারণতঃ ভর্তি, সেশন-চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি আর্থিক সংশ্লেষ থাকে। এজন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনমতো আর্থিক সহায়তা প্রদান;

ঙ) শিক্ষা তথা জনকল্যাণমূলক কাজে জেলা পরিষদের বিশেষ ভূমিকা থাকায় এর সহায়তা গ্রহণ;

Commisioners meeting

চ) শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা লাভের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দ্রুততার সঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

ছ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এল আর ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

জ) সংশ্লিষ্ট জেলায় শিক্ষা ও কল্যাণ সংক্রান্ত কোন ফাউন্ডেশন (যদি থাকে) অথবা উপজেলা/জেলা সমিতির সহায়তা নিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীকে পরামর্শ প্রদান;

ঝ) শিক্ষা, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য বিরাজমান শিক্ষা ও কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে আরও গতিশীল এবং শক্তিশালী করা যেতে পারে। জেলায় কোন ফাউন্ডেশন/সংস্থা না থাকলে প্রয়োজন ও অবস্থা অনুযায়ী অনুরূপ ফাউন্ডেশন/ সংস্থা করার উদ্যোগ গ্রহণ;

ঞ) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি হলে জেলা পর্যায়ে যে সব দপ্তরের জনবল অপেক্ষাকৃত বেশি এমন দপ্তরসমূহকে উদ্বুদ্ধ করে তাদের প্রত্যেক দপ্তরকে এক জন করে শিক্ষার্থীর ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব প্রদান;

ট) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি/সার্বিক)-কে এসব ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব প্রদান;

ঠ) এসব শিক্ষার্থীকে ভর্তিকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ;

ড) স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে খন্ডকালীন চাকরি/প্রাইভেট টিউশন করতে উদ্বুদ্ধকরণ;

ঢ) স্বাবলম্বী হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী অনুরূপ কার্য সম্পাদন করবেন মর্মে তাঁকে দায়িত্বশীল হতে উদ্বুদ্ধকরণ; এবং

ণ) প্রচলিত বিধান অনুযায়ী শিক্ষার্থীর অভিভাবককে বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় আনয়ন/খাস জমি বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

০৪। উপরোক্ত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং নিম্নোল্লিখিত ছক অনুযায়ী প্রতি দুইমাস অন্তর 'নিকশ ফন্টে' লিখিত প্রতিবেদন মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখায় ই-মেইলযোগে (dfal_sec@cabinet.gov.bd) প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

ক্রম	বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য/ আবেদনের সংখ্যা	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে প্রেরিত আবেদনের সংখ্যা	স্থানীয়ভাবে প্রদত্ত সাহায্য		সহায়তা প্রদানকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নাম	মোট উপকার ভোগীর সংখ্যা	উপকৃত শিক্ষার্থী-অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	উপকার ভোগীদের জন্য বিকল্প আর্থিক উৎসের সংস্থান করা গেছে কিনা	উপকার ভোগীদের কার্যক্রম মনিটরিং করা হয় কিনা	মন্তব্য
			নগদ	শিক্ষা উপকরণ/ অন্যান্য						
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১

(মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী)
অতিরিক্ত সচিব
ফোন: ৯৫৭৩৮৩৩
ই-মেইল: addl_dfa@cabinet.gov.bd

জেলা প্রশাসক
----------(সকল)।

অনুলিপি:

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।

Commisioners meeting